আল্লামা বশীর আহমদ

শায়খে বাঘা রহঃ

“বৃটিশ খেদাও” আন্দোলনের অগ্র সৈনিক
শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী রহঃ এর খলীফা

Quit India

হোসাইন আহমদ

বশীর আহমদ

শায়খে বাঘা রহঃ

সংকলন

হোসাইন আহমদ

আহরার পাবলিশার্স

বশীর আহমদ শায়খে বাঘা রহঃ

সংকলন: হোসাইন আহমদ

মুদ্রণ : **আহরার পাবলিশার্স**

প্রকাশ: **জুলাই, ২০২২, লন্ডন, বৃটেন।**

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন : **মো: সালমান খান**

প্রকাশক : **আহরার পাবলিশার্স**
editor.ahrarpublishers@gmail.com
WhatsApp: +447840086856

“এই বইটি আর্থিকভাবে স্পন্সর করেছে বশীর আহমদ শায়খে বাঘা রহঃ (বি এ এস বি) মসজিদ কমপ্লেক্স, যা বৃটিশ সেবামূলক সংস্থা সিম্পল রিজনের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। এই বই ফ্রি বিতরণের জন্য।”

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম নেয়া ভারতীয় উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত আলেম, সমাজ সংস্কারক ও খ্যাতিমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন বশীর আহমদ শায়খে বাঘা রহঃ। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল, বাংলাদেশ ও আসামের শিক্ষা আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করা। আপসহীন এ সংগ্রামী আলেমে দ্বীন স্বজাতিকে ব্রিটিশ আগ্রাসন থেকে মুক্ত করতে বারবার কারাগারকে আপন করে নিয়েছেন, কখনোই অন্যায়ের সামনে মাথানত করেননি।

নিকট ইতিহাসে সিলেট অঞ্চলের অসংখ্য আলেমের উস্তাদ হিসেবে তিনি সকলের নিকট পরিচিতি পেয়েছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আছেন ***শায়খ নূর উদ্দীন গহরপুরী রহঃ, শায়খ আমীন উদ্দীন কাতিয়া রহঃ, শায়খ নূরুল হক্ব ধরমণ্ডলী রহঃ, এডভোকেট আবদুর রকীব*** প্রমূখ।

শায়খে বাঘা রহঃ-'র এই সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায় এখানে সংযুক্ত করেছি। বিভিন্ন সংস্করণে এতে তথ্য সংযুক্তি বাড়তে থাকবে, ইনশা আল্লাহ। পুস্তিকাটির মূল উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে মাওলানা মাহবুব আহমদ কর্তৃক রচিত "শায়খে বাঘার জীবন কথা" গ্রন্থ থেকে। পুস্তিকাটির বাংলা ভাষাগত সৌন্দর্য বর্ধনে কাজ করেছেন মোঃ সাব্বির হোসেন ও ইংরেজি ভাষাগত শোভা বর্ধনে সহায়তা করেছেন মাওলানা তালহা আব্দুল মুক্বিত।

এছাড়াও এই পুস্তিকা প্রকাশে আরও অনেক ভাই আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

মা'আস-সালাম

হোসাইন আহমদ

হযরত শাহজালাল ইয়েমেনী রহঃ-এর অক্লান্ত দাওয়াত ও জিহাদের স্মৃতি বিজড়িত বাংলার আধ্যাত্মিক রাজধানী সিলেট। খ্রিষ্টীয় সতেরো শতকে ব্রিটিশ বেনিয়ারা সামরিক ও কূটকৌশলে এ অঞ্চলকে করায়াত্ত করে। ইসলামী ঐতিহ্যের সিলেট হয়ে পরে ঔপনিবেশিক দখলদার ইংরেজদের করতলগত। জাতির উপর নেমে আসে পরাধীনতার শৃঙ্খল, বিকাশ ঘটে অপশিক্ষা ও অনৈসলামিক কৃষ্টি-কালচারের। স্বাধীনচেতা মুসলিমদের উপর নেমে আসে অত্যাচারের খরগ, নিভতে শুরু করে তাওহীদের দীপ শিখা। জাতির এহেন দূর্দিনে বাংলাকে পুণরায় বিজাতীয় গোলামী থেকে মুক্তি করতে এগিয়ে আসেন হযরত শাহজালালের প্রকৃত উত্তরসূরী এক মহান মুজাহিদ, দরবেশ, সংগ্রামী সাধক। যার নাম বশীর আহমদ শায়খে বাঘা রহঃ। যিনি ইলমের বাগান ও মুজাহিদদের ঘাঁটিতে পরিণত করেন সিলেটের পবিত্র জমিনকে।

১৮৯৫ সালে সিলেট শহরের অদূরে গোলাপগঞ্জ উপজেলার ছায়া সুনিবিড় বাঘা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ বশীর আহমদ শায়খে বাঘা রহঃ। তাঁর পিতা মরহুম খুরশীদ আলী ও মাতা সালিমা খাতুন। তাঁর পিতা একজন আদর্শ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং উলামায়ে কেরামের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। তিনি আল্লামা আব্বাস আলী রহঃ এর একজন একনিষ্ঠ মুরিদও ছিলেন।

গ্রামের মক্তবেই শায়খে বাঘা রহঃ প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি। তিনি বাল্যকালেই প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী একজন ব্যতিক্রমী ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি ওস্তাদদের নজর কাড়ে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ 'ফুলবাড়ি আজিরিয়া মাদ্রাসায়' ভর্তি হন। কৃতিত্বের সাথে লেখাপড়া সম্পন্ন করে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসায় গমন করেন। সেখানে শাইখুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর পরামর্শ অনুযায়ী মুরাদাবাদ শাহী মাদরাসায় ভর্তি হন। আল্লামা ফখরুদ্দিন মুরাদাবাদীর তত্ত্বাবধানে তিনি তাফসীর, হাদীস,

ফেকাহ এবং অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানে স্নাতক সম্পন্ন করেন।

মুরাদাবাদ থেকে ফিরে আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনার জন্য তিনি শাইখুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহঃ-এর কাছে যান। সেখানে তিনি পুনরায় হাদীসের দারস গ্রহণ করেন। শায়খ মাদানী স্বীয় ছাত্রের প্রতি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন এবং শীঘ্রই তিনি শায়খে বাঘাকে খিলাফত প্রদান করে ইসলাম প্রচারের জন্য বাড়ি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

১৯১৯ সালে তিনি শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরে আসেন। তখন প্রায় দীর্ঘ ২০০ বছর এদেশ ইংরেজদের করতলগত থাকায় এখানে সু-শিক্ষার পরিবেশ ছিল না। মানুষের মধ্যে দ্বীনের চর্চা তথা ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুন না থাকায় মুসলমানরা বিজাতীয় কৃষ্টি কালচার অবলম্বন করতো। বিশেষভাবে যুব সমাজ ঘোড়দৌড়, নৌকাবাইচ, গান-বাজনা ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে সদা লিপ্ত থাকতো। জাতির এ দুরাবস্থা, কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির সয়লাব দেখে শায়খে বাঘা রহঃ স্থির থাকতে পারেননি। তিনি মানুষকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেন এবং শিক্ষাগতভাবে দেশ পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

তিনি ১৯২৯ সালে নিজ গ্রামে বাঘা গোলাপনগর আরাবিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। খুব শীঘ্রই তাঁর সুনাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে ও দিক নির্দেশনা পেতে দূর দূরান্ত থেকে আসতে শুরু করে।

রাজনৈতিক জীবন:

পাক ভারত উপমহাদেশে যে সমস্ত ক্ষণজন্মা মনীষীগণ দ্বীন ইসলামের খেদমত করে, দ্বীনের পতাকা উত্তোলন করে, দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করে জনমনে অমর হয়ে আছেন, তাঁদেরই একজন হযরত মাওলানা বশীর আহমদ শায়খে বাঘা রহঃ। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক, সে সময় বৃটিশ রাজ কর্তৃক উলামায়ে কেরামসহ সকল ব্রিটিশ বিরোধী সৈনিকদের উপর হত্যা, বন্দীকরণ, নিপীড়নসহ সকল প্রকার অত্যাচার চলছিল। মুসলিমদের উপর চালানো হচ্ছিল নির্যাতনের স্টিমরোলার। জাতির এই দুঃসময়ে বীর মুজাহিদ হযরত শায়খ বাঘা বিপ্লবী,

বিদ্রোহী মনোভাব ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে খেলাফত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সিলেটসহ সারা বাংলা ও আসাম জুড়ে তিনি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি বিভিন্ন জনসভায় খিলাফতের প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা ও সংরক্ষণ বিষয়ে ঐতিহাসিক বক্তব্য রাখেন। তাঁর আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে অগণিত মানুষ খেলাফত আন্দোলনে শরিক হোন।

১৯৪২ সালে '**কারেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে শ্লোগানের মাধ্যমে**' কুইট ইন্ডিয়া তথা **ভারত ছাড়** আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদানকালে তিনি কারাবন্দী হন। ব্রিটিশ সরকারের নানা ধরনের জুলুম নির্যাতন ও কারাবরণসহ মিথ্যা মামলা মোকদ্দমায় শায়খে বাঘা রহঃ'র বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দুঃসাহসী ভূমিকা তথা তাঁর দৃঢ় মনোবলে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনতে পারেনি।

বাঘা মাদ্রাসার তৎকালীন ছাত্র বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি হযরত মাওলানা এডভোকেট আব্দুর রকীব সাহেব বলেন:

"হযরত শায়খে বাঘা রহঃ ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক। দেশ ও মানুষের ঈমান, ইসলাম রক্ষার্থে তাঁর গোটা জীবন কুরবান করে যে ইতিহাস রচনা করে গেছেন বর্তমান সময়ে তার নজির পাওয়া দুষ্কর। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে তাঁর খেদমতে অনেক দিন থাকার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছি। তাঁর খেদমতে গেলেই দেখা যেতো তিনি দেশ ও গোটা জাতির উন্নতি অগ্রগতি তথা মুক্তির পন্থা খোঁজছেন। হযরত শায়খে বাঘা রহঃ একজন উচ্চ পর্যায়ের আলিম হওয়া ছাড়াও রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি ছিলেন এক অতুলনীয় আদর্শবান রাজনীতিবিদ। রাজনৈতিক আলাপকালে তাঁকে মনে হতো তিনি যেন একজন রাজনৈতিক দীক্ষা গুরু। আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়ার উপদেশ দিতেন।"

একবার তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন-"***আবদুর রকীব! ইবাদতে রিয়া করা নাজায়েজ, তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে তা জায়েজ।***"

শায়খে বাঘা রহঃ ইংরেজদের হটাতে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ইংরেজ কম্পানির মসৃন কাপড় না পড়ে তিনি দেশীয় খদ্দর কাপড় পড়তেন এবং মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদের জন্যও খদ্দর কাপড় পড়া বাধ্যতামূলক করেছিলেন। যাতে ইংরেজ কম্পানি মুনাফা অর্জন করতে না পারে এবং ছাত্রদের মাঝে দেশপ্রেম ও স্বাতন্ত্র্যতাবোধ জাগ্রত হয়। মাদ্রাসার ছাত্রদের মাথায় পাগড়ি,

পকেটে মেসওয়াক ও কান পর্যন্ত লম্বা লাঠি রাখা বাধ্যতামূলক ছিল। শায়খে বাঘা রহঃ বলতেন, ***আমার তিনটি লাঠি আছে একটি গোলাপগঞ্জের দারোগার জন্য, দ্বিতীয়টি সিলেটের এসপির জন্য এবং তৃতীয়টি সরাসরি ইংলিশ সরকারের জন্য।*** ওয়াজ করার সময় যখন তাঁর জযবা উঠতো হাতের লাঠি উপরে তুলে ঘোরাতে ঘোরাতে ওয়াজ করতেন। তাঁর লাঠি ঘোরানো দেখে অনেক সাহসী লোকেরও বুকের পাটা কেঁপে উঠতো।

বর্তমানে তাঁর তিনটি লাঠির মধ্যে একটি লাঠি রয়েছে। এই লাঠিটি কোন জ্বীন গ্রস্থ রোগীর সামনে নেওয়া মাত্রই জ্বীন তাঁর শরীর থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। জ্বীনরা বলে- এই লাঠি দেখা মাত্রই আমাদের শরীরে জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ!

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের কারণে শায়খে বাঘা রহঃ-কে তিনবার রাজবন্দী হতে হয়। তিনি জেল থাকা অবস্থাতেও ইসলাহী ও ঈমানী আন্দোলন অব্যাহত রাখেন, কারাগারে নামাজের স্থান বরাদ্দ করান। জেল থেকে বের হয়েও রাজপথের সংগ্রাম থেকে কখনো পিছপা হননি। শায়খের দৃঢ়চেতা বলিষ্ঠ মনোবল ও সংগ্রামী ভূমিকা দেখে ব্রিটিশ রাজের মনোনিত আসামের চীফ মিনিস্টার স্যার সাদুল্লাহ মন্তব্য করেছিলেন, যদি আসামের ১৪ জেলায় শায়খে বাঘার ন্যায় আরো ১৪ জন স্বাধীনচেতা আলেম হয়ে যেতো তবে পাক ভারত অনেক আগেই স্বাধীনতা লাভ করতো।

১৯৪৭ সালে ইংরেজরা চলে যাওয়ার সময় সিলেটকে আসাম থেকে পৃথক করে পূর্ব বাংলা তথা তৎকালীন পাকিস্তানের অংশে পরিণত করতে শায়খে বাঘা রহঃ ঐতিহাসিক অবদান রাখেন। সেদিন সিলেটকে পূর্ব বাংলার অংশ করা না গেলে আজও সিলেট বাংলাদেশের না হয়ে ভারতের অংশ থেকে যেতো।

ইসলামি চেতনা ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেও মুসলিম লীগ আল-কুরআনের হুকুমত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, ১৯৪৯ সাল থেকে আবারও হক্কানী উলামায়ে কেরাম ইসলামী হুকুমত কায়েমের আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৪৯ সালে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে, ফখরে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা তাজুল ইসলাম, হযরত মাওলানা আতহার আলী সিলেটি এবং হযরত মাওলানা

সৈয়দ মুসলেহ উদ্দিন প্রমুখ শীর্ষ স্থানীয় উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে দেশব্যাপী ইসলামী শাসন কায়েমের আন্দোলনে হযরত শায়খে বাঘা রহঃ নেতৃত্ব প্রদান করেন।

১৯৫০ সালে হযরত মাওলানা সুলাইমান নদভী রহঃ-র নেতৃত্বে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে এক ঐতিহাসিক উলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাকিস্তানের হযরত মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী রহঃ সহ দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরাম অংশ গ্রহণ করেন। এতেও শায়খে বাঘা রহঃ-'র নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ছিল। ওই সম্মেলনে পাকিস্তানের জন্য একখানা পরিপূর্ণ ইসলামী শাসনতন্ত্রের খসড়াও পেশ করা হয়।

১৯৫৬ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে মাওলানা বশীর আহমদ শায়খে বাঘা রহঃ.-র নেতৃত্বে বাঘা গোলাপনগর আরাবিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসায় এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সাবেক সদস্য আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী, ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম, হযরত মাওলানা আতহার আলী সিলেটি, হযরত মাওলানা লুৎফুর রহমান বর্ণভী, খতিবে আজম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ চট্টগ্রামি, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী ও মাওলানা আশরাফ আলী ধরমণ্ডলী রহঃ প্রমুখ উলামায়ে কেরাম ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

হযরত শায়খে বাঘা রহঃ যথাক্রমে হাফিজুল হাদিস আল্লামা আবদুল্লাহ দরখাস্তি, পাকিস্তান সীমান্ত প্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আল্লামা মুফতি মাহমুদ ও পীর মহসিন উদ্দিন দুদু মিয়াসহ উপমহাদেশের সকল আলেমদের নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি নিখিল পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের অন্যতম শীর্ষ নেতা হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তিনি ১৯৬৮ সালের ১লা মে হতে ৩রা মে পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত জমিয়ত কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদান করেন। উক্ত অধিবেশনের প্রথম দিনেই, হাফিজুল হাদীস আল্লামা আবদুল্লাহ দরখাস্তীকে "**আমীর**", হযরত মাওলানা বশীর আহমদ শায়খে বাঘাকে "**নায়েবে আমীর**", আল্লামা মুফতি মাহমুদ মাদানীকে "**জেনারেল সেক্রেটারি**" নিযুক্ত করে জমিয়তের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। পাকিস্তান সফরকালে তিনি '**মুচি**

গেইট’ নামক বিশাল ময়দানে একটি ঐতিহাসিক বক্তব্য রাখেন।

পাকিস্তান আমলে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান কর্তৃক জারিকৃত, ইসলামী নীতি বিরোধী “**মুসলিম পারিবারিক আইন**”-এর বিরুদ্ধে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৮ সালে আইয়ুব খান ইসলামী তাহক্বীক্বাতি কাউন্সিল তথা ইসলামী গবেষণা পরিষদ নামে একটি বোর্ড গঠন করেন। উক্ত বোর্ডের ডাইরেক্টর ড. ফজলুর রহমান ইতোমধ্যে ‘ইসলাম’ নামক একটি বই প্রকাশ করেন। এতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরিবর্তে তিন ওয়াক্ত নামাজ ধার্য করার সুপারিশ সহ ইসলাম বিরোধী নানা ধরনের মনগড়া কথাবার্তা লিখা ছিল। তখন ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আলেমরা দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের জন্য হযরত শায়খে বাঘা রহঃ উভয় পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে গণবিক্ষোভ গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

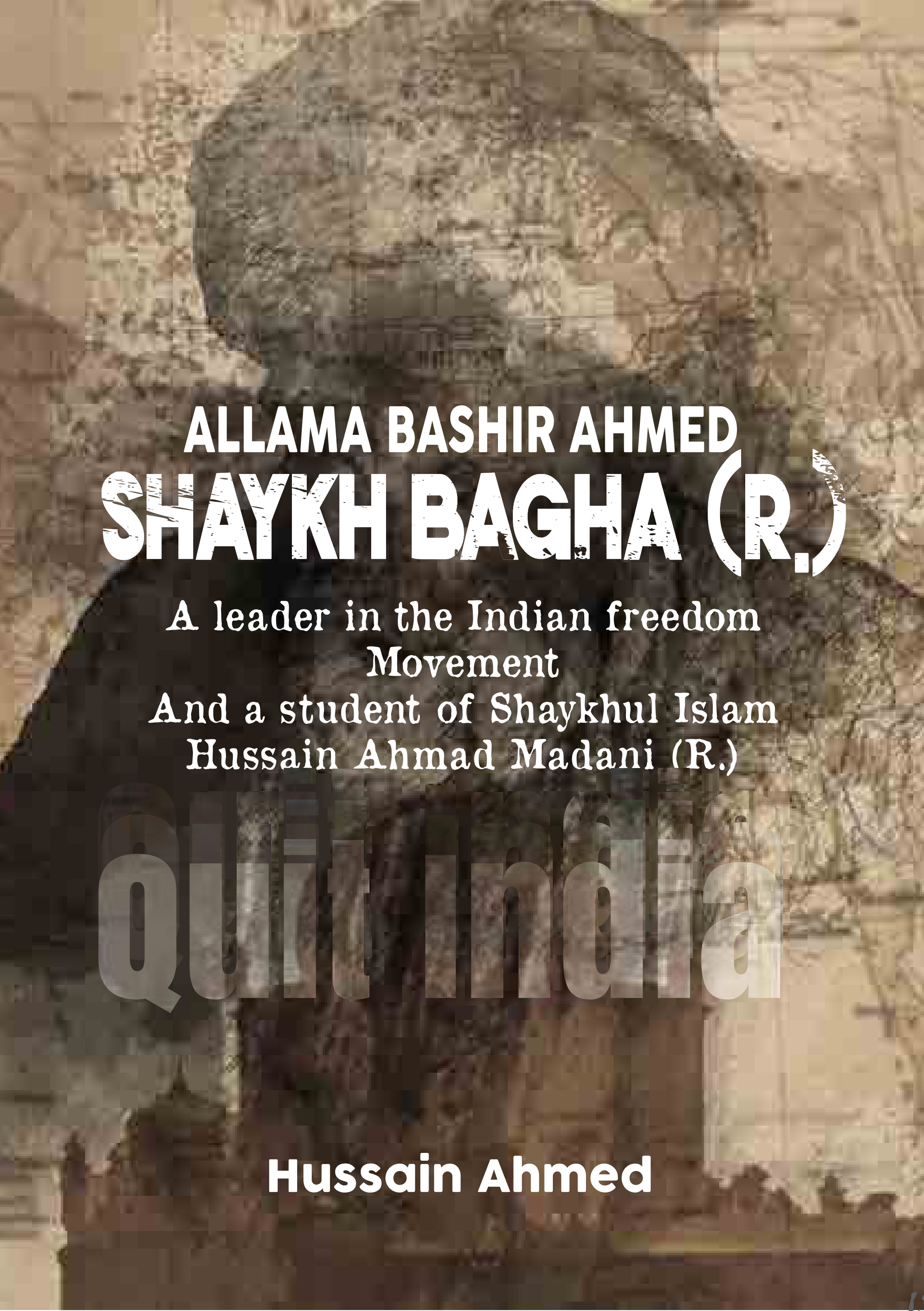
কুচক্রি ড. ফজলুর রহমানের ‘ইসলাম’ নামক বইটি বাজেয়াপ্ত করার দাবিতে ১৯৬৮ সালের ২৩শে আগষ্ট রোজ শুক্রবার শায়খে বাঘার নেতৃত্বে সিলেট রেজিস্ট্রি ময়দানে এক ঐতিহাসিক মহা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতা বিশিষ্ট সংসদ সদস্য মৌলভী ফরিদ আহমদ, মাওলানা আব্দুল লতিফ ফুলতলী, মাওলানা বদরুল আলম, মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন ও বিশিষ্ট সংসদ সদস্য সৈয়দ কামরুল হাসানসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। উক্ত মহাসমাবেশে শায়েখে বাঘার ঐতিহাসিক জ্বালাময়ী ভাষণ শুনার পর উপস্থিত জনতার মধ্যে যে জিহাদী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল তা অবলোকন করে জনাব ফরিদ আহমদ মন্তব্য করেন যে, ***“হযরত শায়খে বাঘার আজকের এই ভাষণের মাধ্যমে ড. ফজলুর রহমান দেশ ছাড়তে বাধ্য হবে এবং আইয়ুব খানের ও পতন হবে, ইনশাআল্লাহ” ।*** এবং বাস্তবেও তাই ঘটেছিল।

বশীর আহমদ শায়খে বাঘা রহঃ একাধারে ছিলেন উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলিম, রাজনীতিবিদ ও শাইখুল ইসলামের খেলাফত প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক সাধক। তাঁর শিষ্য ও খলিফারাও সবুজ বাংলার ইলমী গগনের তারকাস্বরূপ। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের সাবেক

মহাপরিচালক শায়খুল হাদিস নূর উদ্দিন গহরপুরী, শায়খ আমীন উদ্দিন কাতিয়া, শায়খ নুরুল হক ধরমন্ডলী, মাওলানা সালেহ আহমদ, মাওলানা অ্যাডভোকেট আব্দুর রকিব, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নেজামে ইসলামী পার্টি প্রমুখ ।

বশীর আহমেদ শায়খে বাঘা রহঃ ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক সাধক। তাহাজ্জুদের ব্যাপারে ছিলেন সদা যত্নবান। সামাজিক অবক্ষয় রোধ, কুসংস্কার দূরীকরণ এবং মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহবান জানানোর জন্য সিলেটের সর্বত্রই ওয়াজ মাহফিল, সভা-সেমিনার ও সমাবেশে আজীবন জাতিকে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। মানুষ নশ্বর পৃথিবীতে স্থায়ী হয়না। সবাইকেই চলে যেতে হয়। শায়খের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার চার দিন পূর্বে **১৯৭১** সালের রোজ শনিবার সকাল **১১** ঘটিকার সময় শায়খে বাঘা রহঃ সবাইকে কাঁদিয়ে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে মহান রাব্বে কারিমের সান্নিধ্য লাভে রওয়ানা হন। ***ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন***।

শায়খে বাঘা রহঃ ছিলেন ভারত বাংলা তথা উপমহাদেশের ইলমে নববীর সোনালী দিগন্তে একজন প্রজ্জ্বল তারকা। নিসবত ইলাল্লাহ আর খোদার প্রেমে প্রকম্পিত বান্দা। অন্যায় অনাচার আর ইসলাম বিরোধী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় এক আপোষহীন সৈনিক। বস্তুতঃ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের পদাঙ্ক অনুসরণের পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ পাই। এমন পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের সন্ধান সত্যিই বিরল। এ যেনো রজনীর সাধক আর দিবসের ঘোড় সওয়ার! মুসলিম উম্মাহর উপর তাঁর নিঃস্বার্থ খেদমতের বারিধারা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকুক মহান রবের কাছে এই আমাদের প্রার্থনা।



ALLAMA BASHIR AHMED SHAYKH BAGHA (R.)

A leader in the Indian freedom Movement And a student of Shaykhul Islam Hussain Ahmad Madani (R.)

Hussain Ahmed

Bashir Ahmed

Shaykh Bagha (R.)

Compiled By

Hussain Ahmed

আহরার পাবলিশার্স

Bashir Ahmed Shaykh Bagha (R.)

Compiled by: Hussain Ahmed

Published: July, 2022, London, UK.
Cover & Design: Md. Salman Khan

আহরার পাবলিশার্স

Printed & Published by: Ahrar Publishers

editor.ahrarpublishers@gmail.com

WhatsApp: +447840086856

"This book is financially sponsored by the Bashir Ahmed Shaykh Bagha (BASB) Masjid Complex, a project of the UK charity organization Simple Reason. This book is for free distribution."

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه

Bashir Ahmed Shaykh Bagha was a renowned scholar, social reformer and political personality of the 19th century Indian subcontinent. His greatest contribution was to lead the education movement in Bangladesh and Assam. This uncompromising scholar has taken prison time again and again to free his nation from British aggression, and never bowed down in front of injustice.

In recent history, he has been known to all as the teacher of numerous scholars of the Sylhet region. Among his students are ***Shaykh Noor Uddin Goharpuri (R.), Shaykh Amin Uddin Katia (R.), Shaykh Nurul Haq Dharmandali (R.), Advocate Abdur Raqib*** and the list goes on.

We have attached this short biography of Shaykh e Bagha in both Bengali and English languages here and will continue to add information in upcoming editions, Insha'Allah. The main material of this booklet is collected from a book ''Shaykhe Baghar Jibon Kotha'' written by Maulana Mahbub Ahmad. Mohammed Sabbir Hossain worked to enhance the Bengali linguistic beauty of the booklet and Maulana Talha Abdul Mukeith helped to enhance the English linguistic beauty.

Many other brothers have helped us in various ways in publishing this booklet, we are grateful to them all.

Ma'as- Salam

Hussain Ahmad.

Bashir Ahmed Bagha (1895–11th December 1971), famously known as Shaykh Bagha, was an Indian, later an east Pakistani Islamic scholar, preacher, and politician. In 1929 he founded Bagha Gulapnogor Arabia Islamia Madrasa in Sylhet, Bangladesh, one of the oldest Islamic centres in British India. He named this madrasa the valley of the Mujahideen and gave the title, 'land of Bagha is the base of the Mujahideen.

He was one of the close students of Shaykh Hussain Ahmed Madani and played a key role in the Azadi movement. He also became the vice president of Jamiate – Ulama – Islam Pakistan.

Among his students are Shaykhul Hadith Noor Uddin Gohorpuri, and Ameen Uddin Shaykh Katia.

He was born in Bagha, a village of the Sylhet district in 1895 in a respectable family. His father and mother are Khurshid Ali and Salima Khatun. His father was a businessman and used to keep close contact with ulama, and a close spiritual student of Allama Abbas Ali (R.).

Shaykh Bagha finished his primary education in the village maktab. He was an exceptional student and had a very good memory. Later he was admitted to the renowned Islamic school of the Indian subcontinent 'Fulbari Aziria Madrasa'.

After completing his studies at this madrasa, he went to Darul uloom Deobond for higher education. There, Maulana Hussain Ahmed Madani advised him to take admission in Muradabad Shahi madrasa. There under the guidance of Allamah Fakhruddin Muradabadi, he completed his graduation in Tafseer, Hadith, Fiqh and other Islamic Sciences.

After returning from Muradabad, he went to Shaykh Hussain Ahmed Madani (R.) for spiritual guidance. Shaykh Madani was very happy with his student and soon he ordered Shaykh Bagha to return home to preach Islam.

In 1919 he returned home after completing education. His country was almost 200 years under British oppression. He took a step to educate people and worked to reconstruct the country educationally. There was no environment of good education amongst the people. Muslims used to adopt the culture of foreigners as there was no practice of religion or Islamic culture & traditions (Tahajib Tamaddun) among the people. In particular, the youth were always engaged in horse racing, boating, singing and other entertainment.

In 1929 he founded Bagha Gulapnogor Arabia Islamia madrasa in his village. Very soon his reputation spread all over the country and students started coming to learn from him and get guidance.

Hazrat Maulana Bashir Ahmad Shaykh Bagha (R.) is one of the few born thinkers in the Pak-Indian subcontinent, who raised the flag of Islam in the service of Deen, made Islam victorious and became immortalized in the minds of the people.

When all kinds of torture including murder, imprisonment, oppression, etc. came down on all the anti-British soldiers including Ulama by the British Raj. During this miserable day of the nation, the heroic Mujahid Hazrat Shaykh Bagha jumped into the caliphate movement with a revolutionary, rebellious attitude and self-confidence. He led this movement all over Bengal and Assam including Sylhet. He gave historical speeches on the nature, necessity, and preservation of caliphate in different public meetings.

He was imprisoned in 1942 for leading the ''**Quit India**'' movement under the slogan **"Karenge Ya Marenge"**. The trial of false cases including various forms of torture and imprisonment by the British government could not bring any change in his strong morale, leadership and courage.

Hazrat Maulana Advocate Abdur Rakib , president of Bangladesh Nezame Islam Party, and a student of Bagha Madrasa, said:

"*Hazrat Shaykh Bagha (R.) was a patriot. It is very difficult to find a precedent current time the people who have written the history by sacrificing their whole life for the protection of Islam. I have been fortunate to have been in his service for many days since the early fifties. Whenever I went to his service, it could be seen that he was looking for a way of progress and liberation of the country and the whole nation. Hazrat Shaykh Bagha (R.) Apart from being a high-level scholar, he was an incomparable ideological politician in the political arena. In political conversations, he seemed to be a political initiation guru. He used to advise us to show intelligence in all areas.*"

Once he addressed me and said - "***Abdur Rakib! Ostentation is not permissible in worship, but it is permissible in politics.”***

After the Muslim League failed to establish the rule of Al-Quran, in 1949, the ulama started the movement again for the establishment of Islamic rule. In 1949, in order to strengthen the movement for the establishment of Islam, Shaykh Bagha (R.) led the movement leadership consisting of Fakhre Bangal Hazrat Maulana Tajul Islam, Hazrat Maulana Athar Ali Sylheti and Hazrat Maulana Syed Musleh Uddin.

In 1950, a historic Ulama Conference was held at the Sylhet Government Alia Madrasa ground under the leadership of Hazrat Maulana Suleiman Nadvi (R.) Hazrat Maulana Ehteshamul Haq Thanvi (R.) of Pakistan and other eminent ulama took part in it. Shaykh Bagha (R.) had a leading role in this too. The conference also presented a draft of a complete Islamic constitution for Pakistan.

In 1956, a general conference was held at Bagha Golapnagar Arabiya Islamia Madrasa in Sylhet, under the leadership of Maulana Bashir Ahmad Shaykh Bagha (R.) to demand the establishment of Islamic rule. Former member of Pakistan National Assembly Allama Mushahid Bayampuri, Fakhre Bangal Allama Tajul Islam, Hazrat Maulana Athar Ali Sylheti, Hazrat Maulana Lutfur Rahman Barnavi, Khatib Azam Allama Siddique Ahmed Chatragrami, Former Education Minister Mr. Ashraf Uddin Chowdhury and Maulana Ashraf Ali Dharmandli (R.) and others join the meeting.

Hazrat Shaykh Bagha was highly respected by all scholars including Hafizul Hadith Allama Abdullah Darkhasti, former

Chief Minister of Pakistan Border Province Allama Mufti Mahmood and Pir Mohsin Uddin Dudu Mia.

In the political arena, he was known as one of the top leaders of All Pakistan Jamiat Ulama Islam.

He attended the three-day Jamiat Council Session held in Pakistan from 1st May to 3rd May 1968. On the first day of the session, the Central Committee of the Jamiat was formed with Hafizul Hadith Allama Abdullah Darkhasti as the **Ameer**, Hazrat Maulana Bashir Ahmad Shaykh Bagha as the **Naib Ameer** and Allama Mufti Mahmud Madani as the **General Secretary**. During his visit to Pakistan, he delivered a historic speech at a place called **`Muchi Gate'**.

During the Pakistan period, he played a leading role against the **"Aili Qawanin"** (Muslim Family Law) issued by Field Marshal Ayub Khan.

In 1968, Ayub Khan formed a board called 'The Islamic Tahkikati Council'. Dr. Fazlur Rahman, the director of the board, published a book called 'Islam'. It contained various anti-Islamic fabrications, including recommending three daily prayers instead of the five daily ones. Then there was great anger among the devout Muslims. Scholars started a nationwide movement. Hazrat Shaykh Bagha (R.) for this movement went to multiple parts of both sides of Pakistan and played a leading role in building mass protest through rallies.

A historic rally was held at the Sylhet Registry Ground on Friday, August 23, 1986, under the leadership of Shaykh

Bagha to demand confiscation of the book titled 'Islam' by the insidious Dr. Fazlur Rahman. National leaders including Allama Mushahid Bayampuri, Maulana Abdul Latif Fultali, Leader of Opposition in Pakistan National Assembly, eminent parliamentarian Maulvi Farid Ahmed, Maulana Badrul Alam, Maulana Musleh Uddin and eminent parliamentarian Syed Kamrul Hasan spoke on the occasion. Seeing the jihadi attitude of the people after listening to the historic speech of Shaykh Bagha at the rally, Mr. Farid Ahmed said, ***''By today's speech of Hazrat Shaykh Bagha, Dr. Fazlur Rahman will be forced to leave the country and Ayub Khan will also fall, Insha Allah.''***

Among his notable students are, Shaykhul Hadith Noor Uddin Gohorpuri, Shaykh Ameen Uddin Katia, Shaykh Nurul Haque Dormondoli, Maulana Saleh Ahmed, principal Bagha Gulapnogor Arabia Islamia Madrasa, Maulana Masud Ahmed, Shaykhul Hadith Golmukapon Madrasa, Sylhet, Maulana Abdul Jalil, Shaykhul Hadith Deolgram Madrasa, Maulana Abdur Rahman, Sadrul Mudarriseen Fulbari Aziria Madrasa, Maulana Mahmud Ali, Muhaddis Hamid Nogor, Boruna Madrasa, Maulana Advocate Abdur Rakib, Chairman, Bangladesh Nezam-I-Islami Party, Maulana Hilal Ahmed, Muhaddith Dhaka Dakshin Husainia Madrasa, Maulana Abdul Wahid Shaykh Turugau, principal Bagha Gulapnogor Arabia Islamia Madrasa, Maulana Akbar Ali, founder Kalakuna Hafizia Islamia Madrasa, Maulana Ataur Rahman, principal Radhanogor Madrasa, Maulana Akbar Ali, principal Kamrupdalong Madrasa, Maulana Arif Uddin, Parkul Madrasa, Maulana Mufti Abdus Subhan, principal Jawa Darul

Uloom Madrasa, Maulana Abdul Hannan, Shaykhul Hadith, Hasnabad Madrasa, Maulana Mufti Ala Uddin, Jahanpur, Sunamgonj.

Bashir Ahmed Shaykh e Bagha (R.) was a spiritually advanced personality. He was very punctual of Tahajjud Salah. Preventing social degradation and removing superstition from the nation, he was busy calling people towards Allah swt. He engaged with the nation by calling meetings, leading Islamic seminars and general speeches to open gatherings etc. until he passed away. Men are mortal. Everyone must leave this temporary world. Shaykh is no exception. In 1971 four days before Bangladesh became independent, on Saturday at 11am Shaykh e Bagha (R.) took leave of the world to meet his Rabb. ***Innalillahi wa Inna Ilaihi Ra'ji'un***.





■ **গ্রন্থ পর্যালোচনা: ইবনে খালদুনের “দ্য মুকাদ্দিমা”**
পর্যালোচনা: হোসাইন আহমদ
পৃষ্টা: ৮৬
প্রকাশ: মে, ২০২২

“আবু জায়েদ আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন খালদুন (মৃত্যু ৮০৮ হিজরি)। চতুর্দশ শতকের প্রখ্যাত আলেম ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনের কালজয়ী এক গ্রন্থের নাম মুকাদ্দিমা। মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে যা সর্বমহলে সমাদৃত। ষাটের দশকে ফ্রাঞ্জ রোজেন্থাল মুকাদ্দিমা গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। এরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করে প্রিন্সটন এন্ড অক্সফোর্ড পাবলিকেশন্স।

হোসাইন আহমদ এই বইয়ের কিছু চুম্বক অংশ নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। চিন্তাশীল পাঠকের মনে তা রেখাপাত করবেই। বেশিরভাগ আলোচনাকেই বর্তমান সময়ের সাথে তুলনা করতে গিয়ে প্রচলিত কিছু উদাহরণ টেনে আনা হয়েছে। এই পর্যালোচনায় এসেছে একটি সঠিক তথ্য যাচাই করার পন্থা কী হতে পারে, নাম শুনেই ক্ষমতা ও সক্ষমতা আন্দাজ করা যায় না, করোনা ভাইরাস, অপ্রয়োজনীয় সিলেবাসে শিক্ষাদান, সভ্যতার উত্থান-পতনের কারণ, বিপ্লবের কৌশল প্রভৃতি। একজন রাজনীতিবিদ, নেতা, ব্যবসায়ী বা সংগঠকের জন্য বইটি অবশ্যপাঠ্য।’



■ **জেনোসাইড ইন মায়ানমার**
মোট পৃষ্ঠা-১২৮
মূল্য-১২০টাকা
অনুবাদ- হোসাইন আহমদ।

কুইন মেরী ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল স্টেইট ক্রাইম ইনিশাটিভ (আইএসসিআই) এর একদল গবেষক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সরকারের নির্যাতন ও ক্রাইমের মাত্রা জেনোসাইডের পর্যায়ের কি না তা যাচাই করে দেখেন।

আইএসসিআই এর গবেষণায় রোহিঙ্গা নির্যাতনের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং গবেষণা রিপোর্টে নির্যাতনের পদ্ধতি, চিত্র, নির্যাতনকারীদের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

এই রিপোর্টের প্রথম অংশে তুলে ধরা হয়েছে রোহিঙ্গাদের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতনের ইতিহাস। রিপোর্টের ২য় অংশে ডানিয়্যাল ফায়ারস্টাইন-এর জেনোসাইডের ছয় স্তরের বিবরণ অনুসারে নিপীড়নের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

বারো মাস মেয়াদকালের এই গবেষনায় ২০১৫ সাল পর্যন্ত রোহিঙ্গা নির্যাতনের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা

হয়েছে এবং গবেষণাটিতে ১৭৬টি ইন্টারভিউ, মাঠ পর্যায়ের অবজার্ভেশন ও ডকুমেন্টারী সূত্র সংযুক্ত হয়েছে।

■ **দ্য রুম হোয়ার ইট হ্যাপেনড**

লেখক- জন বোল্টন

পর্যালোচনা- হোসাইন আহমদ

মূল্য- ৭০ টাকা

প্রকাশকাল- ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১



জন বোল্টন হলেন আমেরিকার সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক। আমেরিকাতে এই পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ। ট্রাম্প আমলে ৪৫৩ (২০১৮-১৯) দিন এই পদে থাকা অবস্থায় বেশিরভাগ সময়ই তিনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া রুমে অবস্থান করেছিলেন। তাই বইয়ের নাম দিয়েছেন 'দ্যা রুম হোয়ার ইট হ্যাপেনড'। অর্থ্যাত সেই রুম যাতে এসব ঘটেছিল। হোয়াইট হাউসে ব্যয় করা তার সময়কালের কাহিনী নিয়ে সাড়া জাগানো এই বইয়ের পর্যালোচনায় থাকছে, আমেরিকা ইসরাইল বন্দুত্ব, ট্রাম প্রশাসনের যুদ্ধে অনীহা, মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার, তালেবানের সাথে চুক্তি, এরদোয়ান ট্রাম্প দরকষাকষি ও আফগান ক্রাইসিস ইত্যাদি।

■ **উইটনেস টু হরর।**

অনুবাদ- হোসাইন আহমদ



আরাকানের মংডুতে মায়ানমার আর্মির ধর্ষণ ও অন্যান্য নৃশংসতার ব্যাপারে একুশ জন মহিলার জবানবন্দি।

■ **ইসলামের চিন্তা ও একদল ভুল মানুষ।**

লেখক- শহীদ আব্দুল ক্বাদির আওদাহ

অনুবাদক- হোসাইন আহমদ।



লেখক ইসলামের প্রাথমিক ধারনা দিয়েছেন এই বইয়ে। সেইসব প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়, আশ্চর্যজনকভাবে সাধারণ মুসলিমরা আজ যে ব্যাপারে একেবারেই বেখবর। তাছাড়া লেখক বইয়ের শেষদিকে আলোচনা করেছেন, বর্তমানে মুসলিমদের এই দুরবস্থার জন্য কে দায়ী সেটা নিয়ে।

■ **খেলাফত ও সাম্রাজ্যবাদ**

লেখক- সাদিকুর রহমান



“বইটিতে মূলত স্বতন্ত্র দুটি প্রবন্ধের মাধ্যমে খেলাফত ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে একেবারে মৌলিক কথাগুলো বলার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে খেলাফতের সঙ্গে খলিফা, শাসন, সুশাসন, শরিয়া, সিয়াসাতুশ শরিয়া এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গণতন্ত্র, উপনিবেশবাদ, বি-উপনিবেশায়নসহ আরও কতগুলো বিষয় উঠে এসেছে।

সাদিকুর রাহমান সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তুলে ধরে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী চরিত্রকে চিত্রিত করবার চেষ্টা করেছেন যথাযথভাবে।

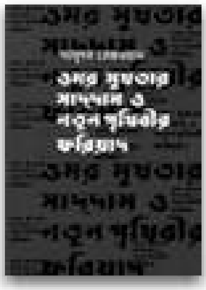
ইতিহাসের নির্মোহ পর্যালোচনায়, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ও সুশাসনের সমকালীন ধারণার আলোকে চিহ্নিত করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন খেলাফতে রাশেদার সুদীর্ঘ তিরিশ বছরের গৌরবময় শাসনে বাস্তবায়িত সুশাসন।

এ বিবরণের বাইরে, বইটি খেলাফত ও সাম্রাজ্যবাদের পার্থক্যগুলো অতি সূক্ষ্মভাবে স্পষ্ট করতে সক্ষম হবে।

অধিকন্তু, বইটি সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও খেলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করবেই’

■ **ওমর মুখতার, সাদ্দাম ও নতুন পৃথিবীর ফরিয়াদ**

লেখক- আবুযর রেজওয়ান



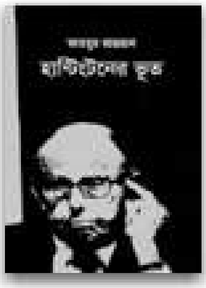
গ্রন্থটিতে লেখক নিকট-অতীত ও চলমান সময়ে দুনিয়াকাঁপানো ঘটনাগুলোকে ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ফুটে উঠেছে পৃথিবীর দেশে দেশে আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর আগ্রাসন, যুদ্ধের উন্মাদনা ও মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির কেন্দ্রীভূত কারণ।

আবুযর রেজওয়ান সন্ত্রাসবাদ ও বিশ্বরাজনীতিকে গভীরভাবে পাঠ করেছেন। বিশুদ্ধ সন্ত্রাসবাদ -সাম্রাজ্যবাদকে চিহ্নিত করেছেন যথাযথ ভাবে। বিশ্বব্যাপী মুসলিম নির্যাতনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন মুসলমানদের আভ্যন্তরীন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আমেরিকার তাবেদারি ও ঐক্যবদ্ধ সন্ত্রাসীদের বিপরীতে উম্মাহর অনৈক্য।

শক্তিমান চৌদ্দটি প্রবন্ধ-সমৃদ্ধ এ গ্রন্থটির শেষ প্রবন্ধে লেখক অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে শুনিয়েছেন নতুন পৃথিবীর ফরিয়াদ। ফলে বইটি একই সঙ্গে হয়ে উঠেছে সন্ত্রাসবিরোধী স্লোগান-ধ্বনি, উম্মাহর দরদমাখা কণ্ঠস্বর, মজলুমের আর্তনাদ, ঐক্যের সুরগাঁথা বেণু ও বাসযোগ্য পৃথিবীর আবাহন।

■ **হান্টিংটনের ভুত।**

লেখক- ফায়জুর রহমান।



জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে পাশ্চাত্যের হাতে প্রাচ্যের যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক লাঞ্ছনা ঘটেছে, তার নাম প্রাচ্যবাদ। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা বরাবরই প্রাচ্যকে খাটো করে দেখেছেন। তারা পাশ্চাত্যকে উন্নত, শ্রেষ্ঠ, যুক্তিবাদী ও মানবিক বলে অভিহিত করলেও প্রাচ্যকে চিন্তাবৈকল্যের শিকার, অনুন্নত ও অপকৃষ্ট বলে ব্যঙ্গ করেছেন।

প্রফেসর স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের চিন্তায় 'ইসলাম শুধুই শত্রুসভ্যতা, মুসলমান মাত্রই খারাপ।' লেখক ফায়যুর রাহমান তার এই চিন্তাকে ভূত বলে আখ্যায়িত করে বলতে চেয়েছেন, যেসব লেখক শান্তির পক্ষে, এই ভূতকে তাড়ানো তাদের দায়িত্ব।





■ **ঈমানের উপর অবিচল থাকা**

লেখক- মুফতি শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ

■ **ইসলামি সাধারণ জ্ঞান**

লেখক- আব্দুল্লাহ আল মনসুর

নাম: হোসাইন আহমদ
পিতা: হাফিজ খবীর আহমদ বিন বশীর আহমদ শায়েখে বাঘা রহঃ
জন্ম: ডিসেম্বর, ১৯৮৩
জন্মস্থান: ঢাকা, বাংলাদেশ।
স্থায়ী ঠিকানা: দক্ষিণ বাঘা,গোলাপগঞ্জ, সিলেট।
বর্তমান ঠিকানা: ডকল্যান্ড, পূর্ব লন্ডন, ইউনাইটেড কিংডম।

হোসাইন আহমদ ২০০৩ সালে জামেয়া হুসাইনিয়া ইসলামিয়া গহরপুর, সিলেট থেকে দাওরাহ হাদিস এবং ২০০৪ সালে জামেয়া মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে তাখাস্সুস ফিল তাফসীর সম্পন্ন করেন। লেখালেখির অভ্যাস সেই ছোটবেলা থেকেই। ২০০১-২০০২ সালে জামেয়া মাদানিয়া বিশ্বনাথ সিলেট থেকে প্রকাশিত মাসিক আল-ফারুকে কাজ করেন। তিনি কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার আগ্রহ তৈরী করতে ২০০৮ সালে ইসলামিক লার্নার্স ফাউন্ডেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। যা মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। ২০০৯ সালে তিনি ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আসেন। ২০১৩ সালে মাসিক আল আহরার নামে একটি মাসিক ম্যাগাজিন বের করেন। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য অনুন্নত দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে কাজ করার মানসে ২০১৯ সালের জানুয়ারী মাসে সিম্পল রিজন নামে একটি সেবামূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন যা আর্তমানবতার সেবায় ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া ইউরোপের হালাল ব্যাবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রতিষ্ঠা করেন ব্যবসায়ী সংগঠন “দ্য এসোসিয়েশন অব হালাল রিটেইলারস”। তার লিখিত তিনটি অনুবাদ গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে; ইসলামের চিন্তা ও একদল ভুল মানুষ, জেনোসাইড ইন মায়ানমার এবং উইটনেস টু হরর। এছাড়াও তার দুটি গ্রন্থ পর্যালোচনা “দ্য রুম হোয়ার ইট হ্যাপেন্ড” ও “ইবনে খালদুনের দ্য মুকাদ্দিমা” বের হয়েছে।



Youtube chanel
Hussain Ahmed

Website
www.theglobelaffairs.info

১৯৬৫ সাল থেকে শায়খে বাঘা রহঃ এর সাথে আমার জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। আমি দেখেছি ও যতটুকু শুনেছি, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রত্যেকটা প্রদেশের উলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গদের কাছে শায়খে বাঘা রহঃ পরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন।
সিলেটের উলামায়ে কেরামদের মাথার তাজ ও অত্র অঞ্চলকে যে সমস্ত বুজুর্গরা কোরআন সুন্নাহর নূরে নূরান্বিত করেছেন শায়খে বাঘা রহঃ ছিলেন তাদের একজন। সত্য তুলে ধরা ও প্রতিষ্ঠা করা এবং কুসংস্কার নির্মূলে তার সাহসী ভূমিকা ছিল তুলনাহীন। দ্বীনি আহকামাত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার সকল আন্দোলনে তাঁর সাহসী অংশগ্রহণ ছিল। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, যা ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন নামে পরিচিত, সে আন্দোলনে আলেম সমাজের নেতৃস্থানীয় জোড়ালো ভূমিকা ছিল। এই স্বাধীনতা আন্দোলনে সাথে সর্বভারতে বিশেষ করে আসাম অঞ্চল ভিত্তিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন বশীর আহমদ শায়খে বাঘা রহঃ।

মাওলানা শামসুল হক্ব
প্রিন্সিপ্যাল: লন্ডন ইসলামিক স্কুল,
সভাপতি: কাউন্সিল অব মসজিদ,
টাওয়ার হ্যামলেটস, লন্ডন, বৃটেন।

Since 1965, my life has been closely associated with Shaykh Bagha (R.). From what I have seen and heard, Shaykh Bagha was known and respected by the Ulama and elders of every province of the Indian subcontinent.
Shaykh Bagha (R.) was one of the crowns of Sylhet's Ulama, and the elders who enlightened the region with the light of the Qur'an and Sunnah. His courageous role in bringing out and establishing the truth and eradicating superstitions was unparalleled. He had courageous participation in all the movements to establish religious order in society. Scholars who played a leading role in the anti-British movement known as the freedom movement in the Indian subcontinent, Shaykh e Bagha was one of the leaders of the movement across india especially in the Assam region.

Maulana Shamsul Haque
Principal: London Islamic School
President: Council of Mosques,
Tower Hamlets, London, UK.

আহরার পাবলিশার্স
প্রকাশক : আহরার পাবলিশার্স